শানিবি-সার্কুলার নং- ০৩/২০২০ তারিখ ৩০ জুন, ২০২০

সকল জোনাল ব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা
ব্যবস্থাপক, এলপিও, রাজশাহী
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা বন্টন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়

ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমানত সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে ও স্বাবলীল গতিতে পরিচালনার জন্য আমানত সংগ্রহের কোন বিকল্প নেই। স্বল্প সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানত সংগ্রহপূর্বক সুপরিকল্পিতভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করাই ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। বিগত বছরগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ব্যাংকের নতুন করে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত) কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা নতুন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আরোপিত সুদ বিবেচনায় আনা যাবে না। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জোন ভিত্তিক আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপভাবে বন্টন করা হলো:

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জোনওয়ারী আমানত সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	সুদবিহীন আমানত (১৫%)	স্বল্প সুদবাহী আমানত (৪৫%)	মোট সুদবিহীন ও স্বল্প সুদবাহী আমানত (৬০%)	উচ্চ সুদবাহী আমানত (৪০%)	নতুন আমানত সংগ্রহের নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭ (৫+৬)
রাজশাহী বিভাগ						
০১।	রাজশাহী	১১.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	৩১.০০	৭৭.০০
০২।	নওগাঁ	১০.০০	২৯.০০	৩৯.০০	২৬.০০	৬৫.০০
০৩।	নাটোর	৬.০০	১৯.০০	২৫.০০	১৮.০০	৪৩.০০
০৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫.০০	১৬.০০	২১.০০	১৫.০০	৩৬.০০
০৫।	বগুড়া (উত্তর)	৬.০০	১৯.০০	২৫.০০	১৮.০০	৪৩.০০
০৬।	বগুড়া (দক্ষিণ)	৬.০০	১৯.০০	২৫.০০	১৮.০০	৪৩.০০
০৭।	জয়পুরহাট	৬.০০	১৭.০০	২৩.০০	১৫.০০	৩৮.০০
০৮।	পাবনা	৭.০০	২২.০০	২৯.০০	২০.০০	৪৯.০০
০৯।	সিরাজগঞ্জ	১০.০০	৩২.০০	৪২.০০	২৯.০০	৭১.০০
উপসমষ্টি:		**৬৭.০০**	**২০৮.০০**	**২৭৫.০০**	**১৯০.০০**	**৪৬৫.০০**
রংপুর বিভাগ						
১০।	রংপুর	১০.০০	৩০.০০	৪০.০০	২৬.০০	৬৬.০০
১১।	গাইবান্ধা	৬.০০	১৯.০০	২৫.০০	১৮.০০	৪৩.০০
১২।	কুড়িগ্রাম	৬.০০	১৮.০০	২৪.০০	১৭.০০	৪১.০০
১৩।	নীলফামারী	৫.০০	১৬.০০	২১.০০	১৪.০০	৩৫.০০
১৪।	লালমনিরহাট	৫.০০	১৪.০০	১৯.০০	১৩.০০	৩২.০০
১৫।	দিনাজপুর (উঃ)	৭.০০	২১.০০	২৮.০০	১৯.০০	৪৭.০০
১৬।	দিনাজপুর (দঃ)	৭.০০	২১.০০	২৮.০০	২০.০০	৪৮.০০
১৭।	ঠাকুরগাঁও	৫.০০	১৪.০০	১৯.০০	১৩.০০	৩২.০০
১৮।	পঞ্চগড়	৫.০০	১৪.০০	১৯.০০	১৩.০০	৩২.০০
উপসমষ্টি:		**৫৬.০০**	**১৬৭.০০**	**২২৩.০০**	**১৫৩.০০**	**৩৭৬.০০**
১৯।	এল পি ও	১৫.০০	৪৪.০০	৫৯.০০	৩৯.০০	৯৮.০০
২০।	ঢাকা শাখা	৩৯.০০	১১৭.০০	১৫৬.০০	১০৫.০০	২৬১.০০
সর্বমোট:		**১৭৭.০০**	**৫৩৬.০০**	**৭১৩.০০**	**৪৮৭.০০**	**১২০০.০০**

০২। আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনা ও বাস্তবায় নির্দেশনা :

- ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার প্রধান চালিকা শক্তি (Lifeblood) আমানত। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতি কর্মদিবসে প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১টি করে নতুন আমানত হিসাব খোলার কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে তম্মধ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুইটি আমানত স্কীম হিসাব খুলতে হবে ;
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং ১০/- টাকার নতুন কৃষক হিসাব খোলা অব্যাহত রাখা ও লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করা;
- সেপ্টেম্বর'২০২০ এবং জানুয়ারী'২০২১ মাসে পক্ষকালব্যাপী আমানত সংগ্রহ পক্ষ আয়োজন করা;
- ০১-০৩-২০২১ তারিখ হতে মাসব্যাপী আমানত হিসাব খোলার মেলা আয়োজন করা;
- প্রতিটি ঋণগ্রহীতাদের নামে আমানত হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেয়া;
- মহিলা ও গৃহিণীদের আমানত হিসাব খোলার পদক্ষেপ নেয়া;
- প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরে কমপক্ষে ২০টি আমানত হিসাব খোলা নিশ্চিত করা;
- আমানতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য স্বল্প সুদবাহী বিশেষ করে সঞ্চয়ী আমানত (core deposit) সংগ্রহের উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া;
- হাট-বাজারের ডাকের টাকা সংগ্রহকরণ;
- জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ সংগ্রহকরণ;
- এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাব খোলা।

০৩। আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য নির্দেশনা :

- আমানত এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যেন পর্যায়ক্রমে মোট আমানতের মধ্যে high cost ৪০%, low cost ৪৫% এবং no cost ১৫% এ উন্নীত হয়;
- স্বল্প সুদবাহী বড় বড় আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি অধিক হারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে স্বল্প ও অধিক সুদবাহী আমানতের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে;
- ব্যাংকের সকল ঋণগ্রহিতাকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বিশেষ করে নতুন জারীকৃত রাকাব বঙ্গবন্ধু বিশেষ মাসিক সঞ্চয় স্কীমের আওতায় আমানত সংগ্রহ অধিকতর জোরদার করতে হবে।

০৪। আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদারকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দিক নির্দেশনা :

(১) আমানত সংগ্রহ পক্ষ পালন/আমানত হিসাব খোলার মেলা উদ্‌যাপন

আমানত সংগ্রহের জন্য সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারী মাসের ১৫ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিবছর দুইবার আমানত সংগ্রহ পক্ষ পালন এবং প্রধান কার্যালয়ের ঘোষিত সিডিউল মোতাবেক ০১.০৩.২০২১ তারিখ হতে মাসব্যাপী আমানত হিসাব খোলার মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

(২) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন

গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিধানই ব্যাংকের লক্ষ্য । আমানতকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে উত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে চেক, ডিডি, এমটি, টিটি, পেমেন্ট অর্ডার ইত্যাদির টাকা প্রদান ও হিসাব বিবরণী প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ্রাহক সেবার যে কোন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(৩) আমানতকারী/সম্ভাব্য আমানতকারীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ

প্রতিটি কার্যালয়/শাখাকে স্থানীয় ও তাঁদের আওতাধীন এলাকার ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী এবং ধনাঢ্য কৃষক এর এলাকা ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের সাথে নিয়মিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষাকরতঃ ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি কার্যালয়/শাখায় আমানত সংশ্লিষ্ট সকল পত্রালাপের জন্য একটি ''ডিপোজিট ডেভেলপমেন্ট ফাইল'' সংরক্ষণ করতে হবে । নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে পরিদর্শনকালে শাখা/কার্যালয়ের এ সম্পর্কিত কর্মকান্ডের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) বিদেশে কর্মরতদের আমানত সংগ্রহ

শাখা ব্যবস্থাপককে শাখার আওতাধীন এলাকায় বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ইতোপূর্বে সংগৃহিত তালিকা হালনাগাদ করত: তাঁদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) বিদেশী রেমিটেন্সের অর্থ স্বল্পতম সময়ে পরিশোধকরণ এবং আমানত হিসাব খোলা

বিদেশী রেমিটেন্সের চেক, ডিডি, এ্যাডভাইস ইত্যাদির অর্থ কোন সংগত কারণ ছাড়া অতিদ্রুত প্রাপকের হিসাবে ক্রেডিট করে তাঁকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে ক্ষেত্রে সরাসরি রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের আমানত হিসাব খোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) স্থিতি নিশ্চিতকরণ পত্র ইস্যু

আমানতকারীদের নিকট ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের স্থিতি সম্পর্কিত স্থিতিপত্র জারী করে স্থিতি নিশ্চিতকরণ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। ইহা গ্রাহক পরিচিতি (KYC) নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

০২। আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনা ও বাস্তবায় নির্দেশনা :

- ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার প্রধান চালিকা শক্তি (Lifeblood) আমানত। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতি কর্মদিবসে প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১টি করে নতুন আমানত হিসাব খোলার কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে তন্মধ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুইটি আমানত স্কীম হিসাব খুলতে হবে ;
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং ১০/- টাকার নতুন কৃষক হিসাব খোলা অব্যাহত রাখা ও লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করা;
- সেপ্টেম্বর'২০২০ এবং জানুয়ারী'২০২১ মাসে পক্ষকালব্যাপী আমানত সংগ্রহ পক্ষ আয়োজন করা;
- ০১-০৩-২০২১ তারিখ হতে মাসব্যাপী আমানত হিসাব খোলার মেলা আয়োজন করা;
- প্রতিটি ঋণগ্রহীতাদের নামে আমানত হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেয়া;
- মহিলা ও গৃহিণীদের আমানত হিসাব খোলার পদক্ষেপ নেয়া;
- প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরে কমপক্ষে ২০টি আমানত হিসাব খোলা নিশ্চিত করা;
- আমানতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য স্বল্প সুদবাহী বিশেষ করে সঞ্চয়ী আমানত (core deposit) সংগ্রহের উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া;
- হাট-বাজারের ডাকের টাকা সংগ্রহকরণ;
- জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ সংগ্রহকরণ;
- এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাব খোলা।

০৩। আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য নির্দেশনা :

- আমানত এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যেন পর্যায়ক্রমে মোট আমানতের মধ্যে high cost ৪০%, low cost ৪৫% এবং no cost ১৫% এ উন্নীত হয়;
- স্বল্প সুদবাহী বড় বড় আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি অধিক হারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে স্বল্প ও অধিক সুদবাহী আমানতের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে;
- ব্যাংকের সকল ঋণগ্রহিতাকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বিশেষ করে নতুন জারীকৃত রাকাব বঙ্গবন্ধু বিশেষ মাসিক সঞ্চয় স্কীমের আওতায় আমানত সংগ্রহ অধিকতর জোরদার করতে হবে।

০৪। আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদারকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দিক নির্দেশনা :

(১) আমানত সংগ্রহ পক্ষ পালন/আমানত হিসাব খোলার মেলা উদ্‌যাপন

আমানত সংগ্রহের জন্য সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারী মাসের ১৫ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিবছর দুইবার আমানত সংগ্রহ পক্ষ পালন এবং প্রধান কার্যালয়ের ঘোষিত সিডিউল মোতাবেক ০১.০৩.২০২১ তারিখ হতে মাসব্যাপী আমানত হিসাব খোলার মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

(২) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন

গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিধানই ব্যাংকের লক্ষ্য । আমানতকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে উত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে চেক, ডিডি, এমটি, টিটি, পেমেন্ট অর্ডার ইত্যাদির টাকা প্রদান ও হিসাব বিবরণী প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ্রাহক সেবার যে কোন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(৩) আমানতকারী/সম্ভাব্য আমানতকারীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ

প্রতিটি কার্যালয়/শাখাকে স্থানীয় ও তাঁদের আওতাধীন এলাকার ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী এবং ধনাঢ্য কৃষক এর এলাকা ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের সাথে নিয়মিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষাকরতঃ ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি কার্যালয়/শাখায় আমানত সংশ্লিষ্ট সকল পত্রালাপের জন্য একটি ''ডিপোজিট ডেভেলপমেন্ট ফাইল'' সংরক্ষণ করতে হবে । নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে পরিদর্শনকালে শাখা/কার্যালয়ের এ সম্পর্কিত কর্মকান্ডের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) বিদেশে কর্মরতদের আমানত সংগ্রহ

শাখা ব্যবস্থাপককে শাখার আওতাধীন এলাকায় বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ইতোপূর্বে সংগৃহিত তালিকা হালনাগাদ করত: তাঁদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) বিদেশী রেমিটেন্সের অর্থ স্বল্পতম সময়ে পরিশোধকরণ এবং আমানত হিসাব খোলা

বিদেশী রেমিটেন্সের চেক, ডিডি, এ্যাডভাইস ইত্যাদির অর্থ কোন সংগত কারণ ছাড়া অতিদ্রুত প্রাপকের হিসাবে ক্রেডিট করে তাঁকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে ক্ষেত্রে সরাসরি রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের আমানত হিসাব খোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) স্থিতি নিশ্চিতকরণ পত্র ইস্যু

আমানতকারীদের নিকট ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের স্থিতি সম্পর্কিত স্থিতিপত্র জারী করে স্থিতি নিশ্চিতকরণ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। ইহা গ্রাহক পরিচিতি (KYC) নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমানত সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা যথারীতি বহাল থাকবে। আমানত সংগ্রহের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা যাতে অর্জিত হয় সেই লক্ষ্যে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও জোনাল ব্যবস্থাপকগণ যথোপযুক্ত ফলোআপ ব্যবস্থা জোরদার করবেন। উল্লেখ্য, আমানত হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

০৬। উপরোক্ত বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন করে ১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত) কোটি টাকা আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

০৭। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শাখা পর্যায়ে ভগ্নাংশ লক্ষ্যমাত্রা বন্টন না করার জন্য জোনাল ব্যবস্থাপককে পরামর্শ দেয়া হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(জি এম নূরুল আমিন)
মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)

পত্র নং-প্রকা/শানিবি-৮(৫)/২০১৯-২০২০/২৭৬৪/৪৪৩ তারিখ : ৩০ জুন , ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়,রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৫। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। মহাব্যবস্থাপক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৮। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৯। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
১০। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
১১। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা (জোনাল ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (জোনাল ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

(মোঃ মহববত আলী বিশ্বাস)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে)